শব্দ শিখি
সাধ – ইচ্ছা
ফুঁড়ে – ভেদ করে
পত্তর -পাতা, পত্র
আরবার – আবার

নিচে **“তালগাছ” – তৃতীয় শ্রেণি বাংলা** অধ্যায়ের অনুশীলনী **সমাধানসহ** দেওয়া হলো:

১। বাক্য বলি ও লিখি

- **তালগাছ** – গরমে তালগাছের ছায়া খুব আরামদায়ক।
- **মেঘ** – আকাশে মেঘ ভেসে চলেছে।
- **ইচ্ছা** – তার ইচ্ছা ছিল আকাশে উড়ে যাওয়ার।
- **ঝরঝর** – বৃষ্টিতে পাতা ঝরঝর শব্দ করে।
- **হাওয়া** – হাওয়ায় পাতা কেঁপে ওঠে।
- **পৃথিবী** – পৃথিবীটা অনেক সুন্দর।

২। আমার চেনা পাঁচটি গাছের নাম

- আম
- জাম
- নারিকেল
- শিমুল
- গাছা

৩। যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি

- **ইচ্ছা** = চ্ছ্ = চ + ছ্
- **থখর** = থ+খর (কবিতায় “থখর” শব্দটি অনুবাদে ঝরঝর বা কাঁপা বোঝানো হয়েছে)
- **পত্তর** = ত্ত = ত + ত

৪। কবিতাটি দেখে সুন্দর করে বলি

> তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে উঁকি মারে। মনে চায় উড়ে গিয়ে আকাশের ছায়া ও মেঘকে ভেদ করবে। বাতাসে পাতা দুলে ওঠে। বাতাস থেমে গেলে গাছ আবার মাটিকে ভালোবাসে।

৫। বুঝে নিই

- **উঁকি মারে আকাশে** – মুখ বা পাতা উপরে তুলে আকাশ দেখা
- **মেঘ কুঁড়ে যায়** – মেঘ ফেটে উপরে উঠে যায়
- **ফেরে তার মনটি** – মন ফিরে আসে, শান্ত হয়
- **মা যে হয় মাটি তার** – গাছ মাটিকে নিজের মা মনে করে

৬। বলি ও লিখি

- (ক) কবিতাটির কবির নাম – **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
- (খ) তালগাছের মনের সাধ – **কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাওয়া**
- (গ) তালগাছ কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে – **এক পায়ে দাঁড়িয়ে**
- (ঘ) বাতাস হলে তালগাছের পাতা কেমন করে কাঁপে – **ঝরঝর থখর করে কাঁপে**
- (ঙ) তালগাছ মনে মনে কাকে মা ভাবে – **মাটিকে**

৭। সঠিক উত্তর

- **তালগাছ উঁকি মারে** – আকাশে
- **তালগাছের মনের ইচ্ছা** – কালো মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে

- **বাতাস হলে তালগাছের** – থখর করে পাতা কাঁপে

৮। দাগ টেনে মিল করি

বাম পাশ	ডান পাশ
তালগাছ	ঝরঝর থখর
সারাদিন	মা যে হয় মাটি তার
মনে সাধ	হাওয়া যেই নেমে যায়
তার পরে	এক পায়ে দাঁড়িয়ে
যেই ভাবে	কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়

৯। একটি গাছের বিবরণ

- **গাছটির নাম** – আমগাছ
- **গাছটি কোথায় দেখেছি** – বাড়ির উঠানে
- **গাছটি দেখতে কেমন** – লম্বা, সবুজ পাতা এবং পাকা আমে ভরা
- **গাছটি কোন কাজে লাগে** – ছায়া দেয়, ফল দেয়, পরিবেশ সুস্থ রাখে

১০। গাছ আমাদের কাজে লাগে

1. বাতাস শুদ্ধ করে
2. ছায়া দেয়
3. খাবারের ফল দেয়
4. কাঠের জন্য কাজে লাগে
5. পরিবেশ সুন্দর ও শান্ত রাখে